রোহিঙ্গারা কীভাবে ভাইরাস ও রোগের ব্যাপারে কথা বলেন

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

বিশেষ সংখ্যা

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৩৩ × শুক্রবার, ২০ মার্চ ২০১৯

কোভিড-১৯:

স্থানীয় ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষের এ ব্যাপারে ধ্যানধারণা

শ্রোতা দলের আলোচনার প্রাপ্ত তথ্য থেকে এই ধারনা পাওয়া যায় যে, রোহিঙ্গা সম্প্রদায় করোনা ভাইরাস সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিলেন না। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিভিন্ন সংস্থার আয়োজিত মোট ৪০৭টি শ্রোতা দলের আলোচনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে মাত্র ১.২% আলোচনায় করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে। যারা ফেব্রুয়ারি মাসে করোনা ভাইরাস নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তাদের সকলেই ক্যাম্প ৮ই-র বাসিন্দা। তারা করোনা ভাইরাস, আক্রান্ত হলে তার লক্ষণ এবং কীভাবে এই রোগের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবেন সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলেন। বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং টিডব্লিউবি আরও গভীরভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে প্রাথমিক ডেটা সংগ্রহ করেছে (FGD বা দলগত আলোচনার মাধ্যমে)। সেই সাথে আমরা স্থানীয় সম্প্রদায় কতটা সচেতন সেই ব্যাপারে জানার জন্যও তাদের মধ্যে থেকেও প্রাথমিক ডেটা সংগ্রহ করা হয়েছে।

সূত্র: ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিভিন্ন ক্যাম্পে (ক্যাম্প ১ই, ১ডব্লিউ, ২ই, ২ডব্লিউ, ৩, ৪, ৫, ৮ই, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২০ এক্সটেনশন, ২১, ২২, ২৬, ২৭, কুতুপালং আর.সি ও নয়াপাড়া আর.সি) অনুষ্ঠিত শ্রোতা দলের আলোচনা থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই মতামতগুলো অ্যাকশন এইড, ব্র্যাক, কেয়ার বাংলাদেশ, ডি.আর.সি, আই.ও.এম এবং ইউ.এন.এইচ.সি.আর সংগ্রহ করেছে। শ্রোতা দলের আলোচনা থেকে পাওয়া তথ্যের সাথে কিছু ক্যাম্পে (৬টি দলগত আলোচনা) এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের (৪টি দলগত আলোচনা) সাথে আয়োজিত FGD বা দলগত আলোচনা থেকে পাওয়া তথ্য যোগ করা হয়েছে।

তথ্যের সূত্র: রোহিঙ্গা এবং স্থানীয়, উভয় সম্প্রদায়েরই পুরুষরা করোনা ভাইরাস সম্পর্কে নারীদের থেকে বেশি জানেন।

উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই জানতেন যে বিশ্বের বহু দেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে । সাধারণ মানুষ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সূত্র থেকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছিলেন।

দলগত আলোচনায় পুরুষরা 'করোনা ভাইরাস'-এর ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। তারা ইন্টারনেটে এবং বাংলা ও বর্মী সংবাদপত্রের মাধ্যমে এ সম্পর্কে খবর পড়েছেন। তারা বিশেষভাবে মালয়েশিয়া এবং সৌদি আরবে বসবাসকারী রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের তৈরি করা ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলের ব্যাপারে উল্লেখ করেছিলেন। ক্যাম্পের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় একটি ইউটিউব চ্যানেল, আর-ভিসনের (R-Vision), যেখান থেকে তারা অনেক খবরাখবর পেয়ে থাকেন বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি তারা আরও বলেছেন যে মালয়েশিয়া এবং সৌদি আরবে বসবাসকারী আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের থেকেও তারা খবরাখবর পাচ্ছেন, সরাসরি কথপোকথন আথবা ফেসবুক পেজ এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে। অনেকে আবার এ মাধমগুলো থেকে পাওয়া তথ্য ক্যাম্পের মানুষদের জানিয়েছেন। কিছু রোহিঙ্গা পুরুষ বলেছিলেন যে তারা ক্যাম্পের চায়ের দোকানে টিভি দেখে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। অন্যান্যরা বাংলাদেশী রেডিও এবং টিভি চ্যানেল থেকে ব্যাপারটি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন, সম্ভবত বাংলাদেশ বেতার বা মিয়ানমারের রেডিও চ্যানেল থেকে (যখন দলগত আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল সেই সময় পর্যন্ত টেকনাফের কমিউনিটি রেডিও চ্যানেল রেডিও নাফ থেকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কোনও অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়নি)।

স্থানীয় সম্প্রদায়ের পুরুষরা জানিয়েছেন যে তারা টিভি, সংবাদপত্র এবং ফেসবুকের মতো বিভিন্ন সূত্র থেকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তারা চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়ার সময়ে এই ব্যাপারে আলোচনা করেছেন বলেও জানিয়েছেন। স্থানীয় সম্প্রদায়ের নারীরা বলেছিলেন যে তারা প্রধানত রেডিও শুনেই খবরাখবর পান এবং শুনেছেন যে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে

স্থানীয় সম্প্রদায় এবং রোহিঙ্গা, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই করোনা ভাইরাস সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এটা কীভাবে ছড়ায় সেই সম্পর্কে আরও জানতে চেয়েছেনতারা নির্দিষ্টভাবে এটা জানতে উৎসুক ছিলেন যে নিজেদের কীভাবে এটা থেকে রক্ষা করবেন এবং ভাইরাসে আক্রান্ত হলে মানুষের কী কী লক্ষণ দেখা দেয়। তারা উল্লেখ করেছিলেন যে তারা জানেন না যে কোথায় গেলে নিজেদের কিভাবে নিরাপদ রাখবেন, , ভাইরাসে আক্রান্ত হলে লক্ষণগুলো কি কি আর করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে কী করতে হবে এ সম্পর্কিত তথ্য পাবেন।

কীভাবে ছড়ায়, লক্ষণ এবং চিকিৎসা

মানুষের ধারণা যে করোনা ভাইরাস প্রধানত সংরক্ষিত বা প্যাকেটজাত খাবার খেলে, কিছু পশুর থেকে এবং অনেক মানুষ একসাথে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসবাস করলে ছড়ায়।

রোহিঙ্গা এবং স্থানীয়, উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষরা বলেছেন যে তারা মনে করেন যে করোনা ভাইরাস হাওয়া, হাঁচি, কাশি এবং স্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায়। নারীরা জানিয়েছেন যে তারা মনে করেন যে ভাইরাসে আক্রান্ত কোনও মানুষকে স্পর্শ করলে বা হাওয়ার মাধ্যমে ভাইরাস ছড়ায়। নারীদের আরও বিশ্বাস যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের সাথে কথা বললে বা দেখা সাক্ষাৎ করলেও এই ভাইরাস ছড়াতে পারে।

> "আমি এখন যেভাবে শ্বাস ছাড়ছি [এইভাবেই] যদি ভাইরাসে আক্রান্ত কোনও মানুষ শ্বাস ছাড়ে তাহলে রোগ ছড়াবে।"
>
> – পুরুষ, ২৫, রোহিঙ্গা সম্প্রদায়

অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে তাদের বিশ্বাস ব্রয়লার মুর্গী আর ডিম থেকেও এ রোগ ছড়ায়, তারা নাকি অন্যান্যদের এমনটা আলোচনা করতে শুনেছেন। কিছু মানুষ বলেছেন যে তারা এই ব্যাপারটি এনজিওগুলির কাছ থেকে জানতে পেরেছেন। স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষ আরও যোগ করেছেন যে সংরক্ষিত বা প্যাকেটজাত খাবার যেমন মাছ (বিশেষত তেলাপিয়া মাছ), ফর্মালিনে সংরক্ষিত শাকসবজি এবং ঠাণ্ডা খাবার থেকে করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারে। একজন রোহিঙ্গা নারী জানিয়েছেন যে তার বিশ্বাস ফ্রিজে রাখা খাবার থেকে এ রোগ ছড়াতে পারে।

উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষরা বিশ্বাস করেন যে শূকর, কুকুর, সাপ, বাদুড় আর বাঁদরের সংস্পর্শে এলে বা এই পশুগুলি খেলে লোকে ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের নারীরা উল্লেখ করেছেন যে বাদুড়ের উচ্ছিষ্ট খাবার থেকেও রোগ ছড়াতে পারে।

> "যদি কেউ বাঁদর, বাদুড়, সাপ বা শূকরের মাংস খায় তাহলে তার এই রোগ হবে আর সে সেই জন্তুর মতোই আচরণ করবে।"
>
> – পুরুষ, ২৬+, রোহিঙ্গা সম্প্রদায়

উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষরা জানেন যে করোনা ভাইরাসের লক্ষণ হল জ্বর, কাশি আর হাঁচি। কিন্তু নারীরা শুধুমাত্র জ্বরের কথাই উল্লেখ করেছেন। মহিলা এবং পুরুষ, উভয়েই জানেন না যে ভাইরাসে সংক্রামিত হওয়ার পরে লক্ষণ দেখা দিতে কতদিন সময় লাগে। একজন নারীর বলেছেন, কারো এই রোগ হলে সে ৯ ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে। এছাড়াও স্থানীয় সম্প্রদায়ের একজন পুরুষ বলেছেন যে তার বিশ্বাস মানুষের এ রোগ হলে তার জ্বর হবে আর তারপরে খিঁচুনি হয়ে সে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে (ধড়ফড় করে মারা যাবে)।

চিকিৎসার ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ বলেছেন যে তাদের বিশ্বাস এই রোগের কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা নেই। রোহিঙ্গা পুরুষরা বলেছেন যে তারা টিভিতে দেখেছেন যে আগামী ১৮ বা ১৯ মাসের মধ্যে এর টিকা পাওয়া যাবে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের একজন নারী উল্লেখ করেছেন যে তিনি জানতে পেরেছেন যে ভারতের মাদ্রাজে নাকি চিকিৎসা করানো যায়।

কিছু সচেতনতা যেমন হাত ধোয়া এবং বাড়িঘর ও চারপাশ পরিষ্কার রাখা মানুষকে এইরোগ থেকে মুক্ত রাখতে পারে ।

উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষরা বলেছেন যে হাত ধুলে ও নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে করোনা ভাইরাসের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষ টিভি, ফেসবুক এবং ইউটিউব থেকে এ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন।

রোহিঙ্গারা উল্লেখ করেছেন যে একটি এনজিও তাদের এই সাবধানতাগুলির ব্যাপারে জানিয়েছে। এছাড়াও তারা জানিয়েছেন যে তারা নিরাপদ থাকার জন্য বেশি করে সালাত ও দোয়া পড়ছেন।

স্থানীয় সম্প্রদায়ের নারীরা উল্লেখ করেছেন যে, নিজেদের রক্ষা করার জন্য খাবার খাওয়ার আগে এবং বাথরুমে যাওয়ার পরে হাত ধোয়া এবং নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নারীরা জানিয়েছেন যে তাদের একজন ডাক্তার নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে বলেছেন। তারা আরও উল্লেখ করেছেন যে নামাজ পড়লে তাদের আর কোনও ক্ষতি হবে না।

রোহিঙ্গারা কীভাবে ভাইরাস ও রোগের ব্যাপারে কথা বলেন

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কাছে কার্যকরভাবে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বার্তা পৌঁছে দিতে সঠিক শব্দ ব্যবহার করে ভাইরাস কী এবং কীভাবে সেটা ছড়ায় সেটা বুঝিয়ে বলা জরুরি। কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে কার্যকরভাবে তথ্য পৌঁছে দেয়ার চাবিকাঠি হল রোহিঙ্গারা ভাইরাস বা রোগের বিষয়টি কীভাবে বোঝেন সেটা জানা।

ক্যাম্পে বসবাসকারী রোহিঙ্গা পুরুষ ও নারীদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে তাদের ভাইরাস ও রোগের বিষয়ে বোঝা ও জানার ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

রোহিঙ্গা ভাষায় খুব বেশি টেকনিক্যাল শব্দ নেই তাই রোহিঙ্গারা অপরিচিত কোনও ধারণা বর্ণনা করার জন্য প্রায়শই তাদের শব্দভাণ্ডারে ইতিমধ্যে থাকা কোনও শব্দই ব্যবহার করেন। যেমন তারা 'ভাইরাস' (বাংলা ও ইংরেজিতে) বলতে 'পোকামাকড়' বোঝেন।

রোহিঙ্গা ভাষায় 'ভাইরাস'-কে বলা হয় ফুক যা প্রকৃতপক্ষে 'পোকামাকড়' বোঝাতে ব্যবহৃত একটি সাধারণ বিশেষ্য। 'জীবাণু' এবং 'ব্যাকটেরিয়া' বোঝাতেও এই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়।

> "ধুলোবালি/ময়লায় (হো*সারা) ভাইরাস (ফুক) থাকে যার থেকে রোগবালাই (বিয়ারাম) হয়।"
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ২৫

সম্প্রদায়ের সদস্যরা মনে করেন যে ফুক (ভাইরাস) থেকে মানুষের রোগবালাই (বিয়ারাম) হয়। তারা জানেন যে কোভিড-১৯, যাকে তারা সাধারণত করোনা ভাইরাস বলে থাকেন, সেটা এক ধরনের ফুক। কিন্তু তাদের বিশ্বাস ভাইরাস ধুলোবালি/ময়লা (হো*সারা) থেকে ছড়ায় আর মানুষ ধুলোবালি/ময়লা এবং আবর্জনার (ফুরারি) সংস্পর্শে এলে বা তাতে শ্বাস নিলে তাদের ভাইরাসের সংক্রমণ হয়।

> "ঘরের আশেপাশে ময়লা/আবর্জনা (ফুরারি) থাকলে, ধুলোবালি/ময়লার (হো*সারা) গন্ধের সাথে মুখ দিয়ে ভাইরাস (ফুক) আপনার শরীরে ঢুকে যাবে।"
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ২৫

সম্প্রদায়ের মধ্যে যে জ্ঞানের অভাব রয়েছে ও থাকতে পারে তা বিবেচনা করলে এই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় সহজ ভাষা ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে বার্তাগুলি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় এবং কোনও ভাষাগত বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়। এক্ষেত্রে সম্প্রদায় যে যে ধারণা, বাক্য বিন্যাস এবং পরিভাষা বা শব্দের সাথে পরিচিত, সেগুলি ব্যবহার করার কথাও খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

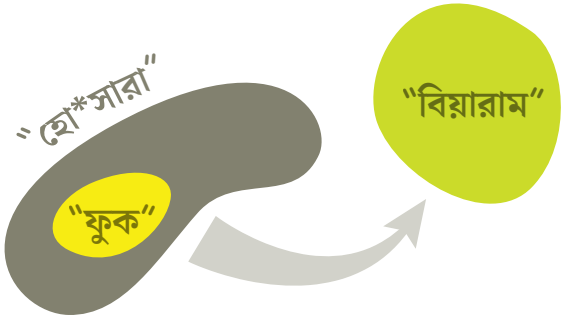

আমাদের যে রোহিঙ্গা শব্দগুলি জানা জরুরি

বাংলা	রোহিঙ্গা
ভাইরাস, জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া, পোকামাকড়	ফুক
রোগ	বিয়ারাম
ধুলোবালি/ময়লা	হো*সারা

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।